

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

WRIT PETITION NO. 14977 OF 2022

IN THE MATTER OF :

Three Angle Marine Ltd.
....Petitioner

- V E R S U S -

Bangladesh and others
.... Respondents

Mr. M. Ashraf Ali, with
Mr. S.S. Arefin Junnun, Advocates
.....For the petitioner

Mr. Md. Sarwar Hossain Bappi, DAG
.....For the respondent No. 1

Mr. N.M. Ahasanul Haque, Advocate
...For the respondent No. 6

Mr. Md. Kaiser Zahid Bhuiyan, Advocate
...For the respondent No. 7

Present:

Mr. Justice Zafar Ahmed

And

Mr. Justice Khandaker Diliruzzaman

Heard on: 01.11.2023

Judgment on: 29.11.2023

Zafar Ahmed, J.

In the instant writ petition, the petitioner has challenged the the
Memo No. 04.00.0000.522.17.001.19.117 dated 25.07.2022
(Annexure-K) issued by the respondent No. 1 directing the

respondents Nos. 7 to 10 to take action against the petitioner and to cancel its Foreshore licence and Memo No. 05.30.5900.303.99.010.21.1003 dated 28.09.2022 (Annexure-K-1) issued by the respondent No. 10 directing the respondent No. 12 to take action against the petitioner if the petitioner fails to remove the structure and sand from the land adjacent to the river and Memo No. 05.30.5900.303.99.010.21.1006 dated 03.10.2022 (Annexure-K-2) issued by the respondent No. 10 directing the respondent No. 8 for taking action against the petitioner for violating the provisions of Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 and Memo No. 05.30.5900.303.99.010.21.1009 dated 03.10.2022 (Annexure-K-3) issued by the respondent No. 10 directing the respondent No. 7 for cancelling the Foreshore licence issued by the respondent No. 7.

This Court, on 15.12.2022, issued a Rule Nisi and passed an interim order directing the parties to maintain *status-quo*.

Challenging the interim order, the respondent No. 7, namely Chairman, Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA) filed Civil Petition For Leave to Appeal No. 1445 of 2023. The Apex Court, vide order dated 23.07.2023 disposed of the civil petition

directing this Bench to dispose of the Rule on merit. The Apex Court did not interfere with the interim order.

Respondent No. 6, namely Chairman, Jatiyo Nodi Rokkha Commission filed a power in the Rule. Respondent No. 7 (Chairman, BIWTA) filed an affidavit-in-opposition.

The petitioner, namely ‘Three Angle Marine Ltd.’ is involved in the business of ship building. It obtained the requisite permissions from the authorities concerned to carry out its business. Its dockyard situates at Nayanagar under Upazilla Gazaria, District-Munshiganj. The dockyard is constructed adjacent to the river Meghna.

On 28.07.2021, a news was published in a local Bengali newspaper ‘দেশ রূপান্তর’ under the caption ‘মেঘনা-ফুলদীর বুকে কারখানা’. It was reported that the petitioner had illegally grabbed the river by filling sand.

The Cabinet Division considered the newspaper report and, vide Memo dated 02.08.2021 (Annexure-G1) directed the Deputy Commissioner (DC), Munshiganj to hold an inquiry into the matter and to submit a report. Accordingly, an inquiry was held in which the petitioner was heard. The DC, Munshiganj, vide Memo dated

20.10.2021 (Annexure-H) submitted the report (first report) stating, *inter alia*:

- থ্রি এঙ্গেল মেরিন লিঃ কর্তৃক খাস জমি দখলে রয়েছে মর্মে দেখা যায়নি। কোম্পানীর অধিকৃত সীমানা সংলগ্ন খাস জমি সরকারের দখল ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং খাস জমিতে লাল নিশান ও সাইন বোর্ড টাঙিয়ে সরকারি দখল নিশ্চিত করা হয়েছে।
- মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার আলোচিত নয়ানগর মৌজার সি এস ও আর, এস রেকর্ড এবং সরেজমিন তদন্তে প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, থ্রি এঙ্গেল মেরিন লিঃ কর্তৃক নদী ও খাল দখলের বিষয়ে পত্রিকা বা অন্যান্য মাধ্যমে যে সকল প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তা সত্য নয়।

It appears that the Cabinet Division was not satisfied with the said report and, vide Memo dated 15.12.2021 (Annexure-I) directed the DC, Munshiganj to clarify some points including:

“এসএ ৮৪৮ নম্বর দাগের খালের অংশে বালি দ্বারা ভরাটের ফলে এবং কোম্পানীর এলাকার ভিতরে থাকায় স্থানীয়ভাবে পানি প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে কি না এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কি না?

নদীর সীমানা চিহ্নিত করা আছে কি না? উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের ফলে নদীর গতিপ্রবাহ পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না”?

Again, another inquiry was held in which the petitioner was heard. Thereafter, the DC, vide Memo dated 28.04.2022 (Annexure-J)

submitted a report (second report) to the Cabinet Division stating *inter alia*:

“৩) এসএ ৮৪৮ নম্বর দাগে খালের অংশে বালি দ্বারা ভরাটের ফলে এবং কোম্পানীর এলাকার ভিতরে থাকায় স্থানীয়ভাবে পানি প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে কিনা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কিনা?

প্রকৃতপক্ষে, ৮৪৮ দাগটি এসএ দাগ নয়, এটি আরএস ৮৪৮ নং দাগ। সিএস ৪০৪ নং খাল শ্রেণির দাগের রূপান্তরিত আরএস ৮৪৮ দাগটি নাল শ্রেণি হিসেবে ০১ নং খতিয়ানে রেকর্ডভুক্ত। আরএস ৮৪৮ নং দাগটি কোন প্রবহমান খাল নয় এবং বর্তমানে খাল এর কোন অস্তিত্ব নেই। এর সাথে মেঘনা নদীর সরাসরি সংযোগ নেই। ৮৪৮ দাগ এবং মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ৬৯০ ও ৬৯১ নং নাল শ্রেণির দুটি দাগ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আরএস ৮৪৮ দাগটি নাল প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত নিচু জমি যার কিছু অংশে বালি ভরাট অবস্থায় এবং অন্য অংশে সেমিপাকা ঘর রয়েছে। আরএস ৮৪৮ দাগের জমিতে পানি প্রবাহ দেখা যায়নি। তবে ভবিষ্যতে পানি প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা-এ বিষয়টি টেকনিক্যাল প্রকৃতির বিধায় Water Modelling এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট মতামতের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে দায়িত্ব দেয়া সমীচীন হবে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন পরামর্শ রয়েছে।

৫) নদীর সীমানা চিহ্নিত করা আছে কিনা? উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের ফলে নদীর গতিপ্রবাহ পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা?

তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, থ্রি এঙ্গেল মেরিন লিঃ এর অধীকৃত অঞ্চলে নদীর সীমানা চিহ্নিত করা নেই। এক্ষেত্রে, জেলা প্রশাসন, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সমন্বিতভাবে যৌথ

জরিপের মাধ্যমে নদীর সীমানা চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে তদন্ত কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

এছাড়া, কোম্পানী কর্তৃক অধীকৃত অঞ্চলটি মেঘনা ও ফুলদী নদীর সংযোগস্থলের প্লাবন ভূমি। স্থানটি অপেক্ষাকৃত উচু ও বালু ভরাটকৃত। ফলে বর্ষার ব্যাপক শ্রোত ও নদীর গতি প্রবাহকে ভবিষ্যতে বাধাগ্রস্ত করবে কিনা-সে বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন CEGIS (Centre for Environmental and Geographic Information Services) এবং IWM (Institute of Water Modelling) এর রিভার মরফোলজি সংক্রান্ত প্রায়োগিক জ্ঞানসম্পন্ন টিমের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা পরিচালনা করে এ বিষয়ে মতামত প্রদান করা যৌক্তিক হবে-মর্মে তদন্ত কমিটি পরামর্শ প্রদান করেছে’।

On receipt of the second report, the Cabinet Division, vide Memo dated 25.07.2022 (Annexure-K) directed respondent Nos. 2-5 and 10 to take the following steps:

“নদী ও খালের জমি বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়টি চরম দায়িত্বহীন ও অগ্রহণযোগ্য কাজ। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। থ্রি এঙ্গেল মেরিন লিমিটেড এর অনুকূলে নদী শ্রেণি এবং খাল শ্রেণি ভূমির বন্দোবস্ত বাতিলপূর্বক জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ উক্ত ভূমি সরকারের দখলে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬) মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার নয়ানগর মৌজার থ্রি এঙ্গেল মেরিন লিমিটেড কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত এলাকার মাটি/বালি/স্থাপনা নিজ উদ্যোগে এবং নিজ খরচে অপসারণপূর্বক নদী ও তীরভূমি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে থ্রি এঙ্গেল মেরিন লিমিটেড তার উক্ত মাটি/বালি/অবৈধ স্থাপনা ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয় তাহলে জেলা

প্রশাসন, মুন্সীগঞ্জ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নদীর জমি উদ্ধার করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

চ) থ্রি এঙ্গেল মেরিন লিমিটেড কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত মেঘনা ও ফুলদী নদীর জমিতে এবং নদীর ফোরশোর এবং প্লাবনভূমি থেকে বালু/মাটি অপসারণ করতে হবে এবং অপসারণ পরবর্তী সময়ে কালেক্টর, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সহায়তায় জরিপ সম্পন্ন করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

ছ) থ্রি এঙ্গেল মেরিন লিমিটেড কর্তৃক ফুলদী নদী এবং মেঘনা নদীর সাথে সংযুক্ত খাল ভরাট করার কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে, যা ভবিষ্যতে আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। ইহা বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর সুস্পষ্ট লংঘন ও ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য ও বিচারযোগ্য। এক্ষেত্রে পরিচালক, ঢাকা অঞ্চল, পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

জ) জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ এর তদন্ত প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হয় যে, বর্ষাকালে থ্রি এঙ্গেল মেরিন লিমিটেড কর্তৃক অবৈধভাবে ভরাটকৃত স্থান মেঘনা ও ফুলদী নদী দ্বারা প্লাবিত হতো। বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩৭ এর উপবিধি ১-৫ অনুসারে বন্যার পানির প্রবাহ অঞ্চলে কোনো স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। কর্তৃপক্ষ, বন্যার পানি প্রবাহিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহের বাধাদান, জলাধারের পানির প্রবাহ পরিবর্তনকারী যেকোনো কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে বা উক্ত কর্মকাণ্ডে শর্ত আরোপ করতে পারবে। বর্ণিত বিধি অনুযায়ী জরুরীভিত্তিতে থ্রি এঙ্গেল মেরিন লিমিটেড কর্তৃক ভরাটকৃত স্থানটিসহ অত্র অঞ্চলের প্লাবন ভূমি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ওয়ারপো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয়

নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে। প্লাবন ভূমি নির্ধারণ পরবর্তী ভবিষ্যতে প্লাবন ভূমিতে কোন স্থাপনা যাতে নির্মাণ না করা হয় সে বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঝ) থ্রি এঙ্গেল মেরিন লিমিটেড কর্তৃক অবৈধভাবে ‘দাহিক ডকইয়ার্ড’ এর নামে কার্যক্রম পরিচালনা করায় এবং আইন লংঘন করে নদীর ফোরশোর ও প্লাবনভূমি ভরাট করায় থ্রি এঙ্গেল মেরিন লিমিটেড এর অনুকূলে নদীর ১২০ শতাংশ ফোরশোর বা তীরভূমি ব্যবহারের লাইসেন্স বাতিলের জন্য বিআইডব্লিউটিএ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন”।

The DC, Munshiganj thereafter, vide separate Memo dated 28.09.2022 (Annexure-K1), Memo dated 03.10.2022 (Annexure-K2) and Memo dated 03.10.2022 (Annexure-K3) communicated the decision of the Cabinet Division to the Upazilla Nirbahi Officer and President of Zilla Nodi Rokkha Committee, Gozaria, Munshiganj, Director, Dhaka Area, Directorate of Environment, Chairman, BIWTA respectively to take necessary steps as specified therein. The legality of Annexure-K to K3 has been challenged in the instant writ petition.

The learned Advocate Mr. Md. Kaiser Zahid Bhuiyan appearing for the respondent BIWTA submits that the impugned memos *i.e.* Annexure-K to K3 are merely inter ministerial communication and as such, the instant writ petition is not maintainable.

It appears that the Memo issued by the Cabinet Division (Annexure-K) and Memos issued by the DC, Munshiganj (Annexure-K1 to K3) were not communicated to the petitioner and as such, *prima facie* those are inter ministerial communication in nature. On this issue, Mr. M. Ashraf Ali appearing with Mr. S.S. Arefin Junnun for the petitioner submits that although Annexure-K to K3 are inter ministerial communication in nature, however, but they do not relate to a mere policy matter rather they have the implication of touching upon the right, title and interest of the petitioner company adversely and as such, the concerned authorities should have communicated those memos to the petitioner to satisfy the minimum requirement of the principle of natural justice. The learned Advocate submits that in the attending facts and circumstance of the case, Annexure-K to K3 cannot be termed as a mere inter ministerial communication and hence, the writ petition is maintainable. We find force in the submission.

It appears that the allegation in respect of the river encroachment and river grabbing by the petitioner was not proved in the first and second inquiry reports. Being aware of those reports, the Cabinet Division, vide Annexure-K instructed the concerned

government departments and authorities to take steps and actions against the petitioner based on the allegation regarding river encroachment and river grabbing which was published in the newspaper. Those instructions issued by the Cabinet Division were reflected in the memos (Annexure-K1 to K3) issued by the DC, Munshiganj who had no option but to follow those. Annexure-K issued by the Cabinet Division is a reflection of non-application of mind.

At this juncture, Mr. Md. Kaiser Zahid Bhuiya, appearing for the respondent BIWTA, draws our attention to a memo dated 27.04.2022 (Annexure-X) issued by the respondent No. 6 (Jatiya Nadi Rokkha Commission) to the BIWTA. It appears from the said memo that respondent No. 6 conducted an independent inquiry into the matter and made some specific recommendations. It further appears that the inquiry held by respondent No. 6 is independent and unconnected with the earlier inquiries conducted by the DC, Munshiganj and the memo (Annexure-K) issued by the Cabinet Division has no nexus, whatsoever, with the inquiry held by the respondent No. 6.

In view of the facts and circumstances discussed above, we have no hesitation to hold that the impugned memo dated 25.07.2022 (Annexure-K) issued by the Cabinet Division directing the other government authorities to take steps and actions against the petitioner so far as they relate to river encroachment and river grabbing by the petitioner is an outcome of misreading of earlier two inquiry reports wherein the specific allegation was found not proved. Accordingly, Annexure-K1 to K3 issued by the DC, Munshiganj for implementation of the directions of the Cabinet Division cannot be sustained. Accordingly, we find merit in the Rule.

In the result, the Rule is made absolute.

However, this judgment and order shall have no bearing upon the outcome of the inquiry and recommendation made by the respondent No. 6 (Jatiya Nadi Rokkha Commission as contained in memo dated 27.04.2022 (Annexure-X) annexed to the affidavit-in-opposition).

Khandaker Diliruzzaman, J.

I agree.